

1) DESCRIBE IN BRIEF HOW STUDENTS HAVE THE POTENTIAL TO PLAY SIGNIFICANT ROLES IN THE FORMATION OF AN IDEAL SOCIETY <imp>

1) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা রয়েছে

Ans :

Students play a significant role in shaping an ideal society in Islam. Through the principles of Islam and education, they can enhance their moral values, humanity, social service, cooperation, and sense of responsibility. By familiarizing themselves as exemplary citizens in their society through these means, they can acquire the qualifications necessary for the advancement of their society. Furthermore, they can play a leadership role in society by adhering to Islamic values in their daily lives and assisting in the progress and development of society. Their contribution is invaluable in bringing about social change and development. several other important factors can be considered when it comes to students playing a role in building an ideal society in Islam:

1. **Adherence to Islamic Values:** Students can uphold and promote Islamic values such as compassion, justice, integrity, and humility in society.
2. **Education and Knowledge Sharing:** Students can acquire Islamic knowledge and spread it among their peers and communities, fostering spiritual growth and moral development.
3. **Social Justice Advocacy:** Students can advocate for social justice and equality in line with Islamic teachings, addressing poverty, oppression, and discrimination.
4. **Community Service:** Engaging in community service activities allows students to fulfill their Islamic duty of helping others and contributing to the welfare of society.
5. **Promotion of Peace:** Students can promote peace and harmony in society by resolving conflicts peacefully and fostering understanding among different religious and cultural groups.
6. **Environmental Stewardship:** Following the Islamic principle of stewardship (khilafah), students can take care of the environment and work towards sustainability and conservation efforts.
7. **Respect for Diversity:** Embracing diversity and respecting people of different backgrounds and beliefs is essential in Islam, and students can promote tolerance and acceptance in society.
8. **Ethical Business Practices:** Students can advocate for ethical business practices based on Islamic principles of fairness, transparency, and accountability.
9. **Leadership Development:** Islamic education emphasizes the importance of leadership with integrity and humility. Students can develop leadership skills to serve their communities and society.
10. **Promotion of Morality and Virtue:** Students can strive to embody moral virtues such as honesty, kindness, and generosity, contributing to the moral fabric of society as prescribed in Islam.

In conclusion, students have a pivotal role to play in shaping an ideal society in Islam. By adhering to Islamic principles and values, acquiring knowledge, building exemplary character, advocating for social justice and equity, caring for the environment, engaging in community

service, and promoting peace and tolerance, students can contribute significantly to the betterment of their communities. Through their actions and leadership, they can inspire positive change, foster unity, and strive toward the realization of an ideal society based on the teachings of Islam.

Ans(IN BANGLA)

ছাত্রদের ইসলামে আদর্শ সমাজ গঠনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রিন্সিপল ও শিক্ষার মাধ্যমে তারা ধর্মীয় নৈতিকতা, মানবিকতা, সমাজসেবা, সহযোগিতা, এবং দায়িত্বের গুণগত মূল্যগুলি বৃদ্ধি করতে পারেন। এই মাধ্যমে তারা নিজেদের সমাজে আদর্শ নাগরিক হিসাবে পরিচিত করে তারা তাদের সমাজের উন্নতির জন্য নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। এছাড়াও, তারা প্রতিদিনের জীবনে ইসলামী মানগুলি অনুসরণ করে সমাজে একটি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সমাজের উন্নতি ও উন্নতির পথে সাহায্য করতে পারেন। এতে সমাজের পরিবর্তন এবং বিকাশের পথে তাদের অবদান অপরিসীম।

- **ইসলামের শুরুর প্রিন্সিপল অনুযায়ী পরিচালিত জীবনযাত্রা:** ইসলাম শুরু থেকেই একটি আদর্শিত সমাজের উপায়ের প্রিন্সিপল নির্ধারণ করে। ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, সামাজিক ন্যায় এবং দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুসরণের মাধ্যমে এই প্রিন্সিপল পালন করা যেতে পারে।
- **শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ সমাজের স্থাপনা:** ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে নৈতিক মূলধারা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ন্যায় এবং প্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।
- **সামাজিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা:** ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতার ভাবনা উন্নত করা হয়, যা একটি আদর্শিত সমাজের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই সহযোগিতা মাধ্যমে তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও সামাজিক সহযোগিতার প্রতি প্রতিবেদনশীলতা বাড়াতে পারে।
- **দান এবং সেবা:** ইসলাম দান এবং সেবার উপদেশ দেয়। ছাত্রদের মধ্যে এই দুটি মানুষের মঞ্চে পরস্পরের সম্পর্কে ধর্ম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি দেওয়া হতে পারে।
- **অন্যদের সহায়তা:** ছাত্রদের মধ্যে সহায়তা এবং দয়ার ভাবনা উন্নত করে তারা অন্যদের সাহায্য করতে পারে, যারা সামাজিক ও আর্থিক দুশ্চিন্তা পান।
- **ইসলামিক মূলমন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠান:** ছাত্রদের সমাজে দয়া, ন্যায়বিচার, ঈমানদারি এবং অধ্যাপনের মতামত প্রচার এবং বৃদ্ধি করা সমাজে ইসলামিক মূলমন্ত্রের অনুষ্ঠান করতে পারে।
- **শিক্ষা এবং জ্ঞান শেয়ার করা:** ছাত্রদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং এটি তাদের বন্ধু এবং সমাজের মধ্যে প্রচার করতে পারে, যা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নৈতিক উন্নতি প্রকাশ করে।
- **সামাজিক ন্যায় প্রচার:** ছাত্রদের সামাজিক ন্যায় এবং সমানতা প্রচারে ইসলামি শিক্ষা অনুসারে নির্দেশিত হতে পারে, যেখানে দরিদ্রতা, অত্যাচার এবং বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা হয়।
- **সমাজ সেবা:** সমাজ সেবা কাজে অংশগ্রহণ ছাত্রদের সমাজের কল্যাণে সহায়ক হয় এবং তাদের ইসলামিক দায়িত্ব পূর্ণ করা হয়।

- **শান্তি প্রচার:** সামাজিক সংঘর্ষ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বোঝার মাধ্যমে ছাত্রদের শান্তি এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** খিলাফাত (পরিবেশের যত্ন) এর ইসলামিক নীতি অনুযায়ী, ছাত্রদের পরিবেশের যত্ন নেওয়া এবং টেকসইভাবে কাজ করা যেতে পারে।
- **বৈষম্যের মর্যাদা:** বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্নতা গ্রহণ এবং স্বীকৃতি করা ছাত্রদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
- **ধর্মীয় ব্যবসার অনুষ্ঠান:** ইসলাম সত্য, ন্যায়বিচার, এবং দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় ব্যবসা অনুষ্ঠান করা উচিত বলে।
- **নেতৃত্বের উন্নতি:** ইসলামিক শিক্ষার দিক থেকে নেতৃত্ব এবং অধিকার বৃদ্ধি করা হয়। ছাত্রদের তাদের সমাজ এবং সমাজের জন্য নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
- **নৈতিক মর্যাদা ও সম্মান প্রচার:** ছাত্রদের প্রশাসন এবং গুণগত গুণগততা স্থানীয় সমাজে শ্রেণীবিশেষ এবং আচরণে সম্মান প্রদর্শন করা হতে পারে।

সংক্ষেপে, ইসলামে আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইসলামী সিদ্ধান্ত ও মানুষের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্য, জ্ঞান অর্জন, আদর্শ চরিত্র গঠন, সামাজিক ন্যায়-নীতি ও সমতা, পরিবেশের যত্ন, সমাজসেবা, শান্তি এবং পরিমিতি উপকারে করে তারা তাদের সমাজগঠনে যথার্থভাবে অবদান রাখতে পারেন। তাদের প্রকারের কাজ এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে, তারা সক্ষম ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন করে সুধারণের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরিত করতে পারেন এবং ইসলামের শিক্ষামূলক উপদেশের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজের অর্জনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

2) Describe the negative effects of dowry system in society explain the ways of removing the dowry system in society <imp>

(যৌতুক প্রথার নেতিবাচক প্রভাব বর্ণনা কর সমাজে যৌতুক প্রথা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর)

In Islamic Sharia, one of the prerequisites for marriage is the husband's ability to bear the expenses of his wife. Otherwise, Islam has prescribed fasting instead of marriage for the husband. However, in today's society, some greedy individuals, solely driven by the desire for dowry, become ensnared in the bond of marriage. They understand marriage only as a means to obtain dowry. Yet, dowry is a cursed act. Islam strictly prohibits this vile practice for the sake of religion and humanity. The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "O young people! Whoever among you is able to marry, should marry, for marriage helps him lower his gaze and guard his modesty (i.e., his private parts from committing illegal sexual intercourse, etc.), and whoever is not able to marry, should fast, as fasting diminishes his sexual power." (Sahih al-Bukhari 5066, Sahih Muslim 1400)

It is saddening that today, due to the vile dowry system, the human society has taken on the form of a pandemic disease. Yet, in Sharia, giving and taking dowry is completely prohibited. Many injustices and crimes, including torture, murder threats, and various other atrocities, are being

committed for dowry. Islam prohibits harming women unjustly. In this regard, the Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "Let none of you treat his wife as a slave nor as a servant. Indeed, she is your partner and co-worker." (Sahih al-Bukhari 5193)

The dowry system, prevalent in many societies, particularly in South Asia, can have several negative effects on society:

1. **Financial Burden:** The practice of giving dowry often imposes a significant financial burden on the bride's family. This can lead to financial strain, debt, and even bankruptcy, as families may feel compelled to fulfill extravagant dowry demands.
2. **Gender Discrimination:** Dowry perpetuates gender inequality by treating women as commodities to be bought through marriage. It reinforces the notion that a bride's worth is determined by the size of the dowry, rather than her intrinsic value as a human being.
3. **Violence Against Women:** In cases where dowry demands are not met, brides may face harassment, abuse, or even violence from their in-laws. Dowry-related violence, including dowry deaths (brides murdered or driven to suicide due to dowry disputes), remains a serious issue in many communities.
4. **Social Pressure:** The expectation of giving and receiving dowry creates social pressure within communities, leading to unhealthy competition and materialism. It can also perpetuate a cycle of poverty, as families feel compelled to spend beyond their means to uphold their social status.

To remove the dowry system from society, several measures can be taken:

1. **Legal Reforms:** Governments can enact and enforce laws to prohibit the practice of dowry, as well as to protect individuals from dowry-related harassment and violence. Strict penalties should be imposed on those found guilty of demanding or accepting dowry.
2. **Education and Awareness:** Efforts should be made to raise awareness about the negative consequences of dowry and to promote gender equality and women's rights. Educational campaigns, workshops, and community discussions can help change societal attitudes towards dowry.
3. **Empowering Women:** Empowering women economically and socially can help reduce their dependence on dowry for marriage. Providing access to education, employment opportunities, and financial resources can empower women to assert their rights and reject dowry demands.
4. **Community Intervention:** Community leaders, religious authorities, and influential figures can play a crucial role in advocating against dowry and promoting alternative marriage customs based on mutual respect and equality. Peer pressure within communities can be used to discourage the practice of dowry.
5. **Support Services:** Providing support services for victims of dowry-related violence, including shelters, legal aid, counseling, and rehabilitation programs, is essential for addressing the immediate needs of those affected and ensuring their safety and well-being.

Overall, eradicating the dowry system requires a multifaceted approach involving legal reforms, education, empowerment, community mobilization, and support services for victims. It is a complex issue deeply rooted in social norms and traditions, but with concerted efforts, progress can be made towards creating a society free from the scourge of dowry.

Ans:

ইসলামী শরিয়তে বিয়ের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্ত্রীর খরচপাতির মতো সামর্থ্য থাকা স্বামীর। অন্যথায় স্বামীর জন্য বিয়ের পরিবর্তে রোজা রাখার বিধান দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু অধুনা মানব সমাজে যৌতুক সামগ্রী আদায়ের লক্ষ্যে কিছু যৌতুক লোভী কাপুরুষ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা শুধু বিয়ে বলতে যৌতুক আদায়কে বুঝে। অথচ যৌতুক একটি অভিশপ্ত কাজ। ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ এই জঘন্য কু-প্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে ধর্ম ও মানবতার খাতিরে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত রাখে। আর যে সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে, রোজা হলো তার জন্য আত্মমনস্কতা।’ (বুখারি : ৫১২১; মুসলিম : ৩৪৬৪)

যৌতুকের জন্য আঘাত নয়

দুঃখের বিষয় হলো, আজ এ পবিত্র বিয়ে অভিশপ্ত যৌতুকের কারণে মানবসমাজে মহামারি রোগের মতো রূপ ধারণ করেছে। অথচ শরিয়তে যৌতুকের আদান-প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম। যৌতুকের জন্য নির্যাতন, হত্যার হুমকিসহ অনেক অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ইসলাম স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে আঘাত করতে নিষেধ করেছে। এ মর্মে রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাস-দাসীর মতো না মারে; অতঃপর সে দিন শেষে তার সঙ্গে সহবাস করে।’ (বুখারি : ৫২৫৯) যৌতুক প্রথা সমাজে একে অপরের উপর যে বলে দেওয়ার একটি প্রথা যা সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে বিশেষতঃ নিম্নলিখিত প্রভাবগুলি সংজ্ঞায়িত হতে পারে:

১. **অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা:** যৌতুকের দায়বদ্ধতা প্রথার ফলে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা বাড়ায়। এটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণ হতে পারে এবং বাণিজ্যিক যৌতুকের প্রেসারে পরিবার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক পড়ুয়া হতে পারে।

২. **লিঙ্গ বৈষম্য:** যৌতুক প্রথা সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্য বৃদ্ধি করে। মেয়েদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিরোধ করা হতে পারে এবং এটি পুরুষদের অধিক বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের কাছে অধিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৩. **সমাজের মৌলিক মূল্য নাশ:** যৌতুক প্রথা সমাজের মৌলিক মূল্য ও নৈতিকতা নাশ করতে পারে। এটি সমাজে আপাতত বিশ্বাস, সম্মান, এবং ভালবাসা বা পরস্পরের সহানুভূতির ক্ষেত্রে মৌলিক মূল্যবোধ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

৪. **সামাজিক অস্থিরতা:** যৌতুক প্রথা সমাজে অস্থিরতা উৎপন্ন করতে পারে, যা অভিজাত পরিবারের মধ্যে অসুবিধা এবং মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এর ফলে সমাজে সাংস্কৃতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রভাবিত হতে পারে।

সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করতে নিম্নলিখিত ১০ টি উপায় ব্যবহার করা যেতে পারে:

1. **শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানো:** শিক্ষিত এবং সচেতন সমাজ ব্যক্তিদের যৌতুক প্রথা স্বীকার করতে এটি বৃদ্ধি দেয়।
2. **নারীর অধিকার সমর্থন:** নারীরা নিজেদের অধিকার সমর্থন করতে পেলেন তারা যৌতুক প্রথা থেকে দূরে থাকতে পারে।
3. **সমাজে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে আলোচনা:** সমাজে এই প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
4. **নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা:** নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা বাড়ানো তাদের যৌতুক প্রথা থেকে দূরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।
5. **সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ:** সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক নারী নিজেদের আয় উন্নত করতে পারে এবং যৌতুক প্রথা থেকে দূরে থাকতে সহায়ক হতে পারে।
6. **সমাজে সচেতনতা প্রচার:** প্রচারণা ও প্রসারণ মাধ্যমে সমাজে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করতে পারে।
7. **আইন এবং ন্যায়িক প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা:** আইন এবং ন্যায়িক প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করতে পারে যাতে যৌতুক প্রথা বিরোধী কার্যক্রম সামাজিক প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।
8. **ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের প্রচার:** ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের প্রচারের মাধ্যমে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে ব্যাপক বিচার সৃষ্টি করতে পারে।
9. **সমাজে সমর্থন গঠন:** যৌতুক প্রথা থেকে পীড়িত নারীদের সমাজে সমর্থন গঠন করতে সাহায্য করতে পারে।
10. **সরকারের নীতি ও আইনী প্রণালী:** সরকারের নীতি ও আইনী প্রণালী যৌতুক প্রথা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করতে পারে।

3)What are the misconceptions about Islam? which factors are creating misconceptions about Islam? discuss about them, and discuss the ways of removing misconceptions about Islam.<imp>

Ans:

here's the summary of the top ten misconceptions about Islam:

1. **Muslims are violent, terrorists, and extremists.**
 - o Misconception stems from media stereotyping.
 - o Islam means "submission to God" and promotes peace.
 - o Jihad refers to both external defense and internal struggle against ego.
2. **Islam oppresses women.**
 - o Some Muslim countries may have oppressive laws, but they don't reflect Islam.
 - o Quran and Prophet Muhammad promote equity and dignity for women.
3. **Muslims worship a different God.**
 - o Allah is the Arabic word for God, worshiped by Muslims, Christians, and Jews.
4. **Islam was spread by the sword and intolerant of other faiths.**
 - o Islam historically respected and protected religious minorities.

- Quran forbids compulsion in religion and promotes peace.
- 5. **All Muslims are Arabs.**
 - Only a minority of Muslims are Arabs; Islam is a global faith with diverse followers.
- 6. **The Nation of Islam is a Muslim group.**
 - NOI is a political organization; it doesn't represent mainstream Islam.
- 7. **All Muslim men marry four wives.**
 - Polygamy is permitted but not mandatory; requires fairness and consent.
- 8. **Muslims are a barbaric, backward people.**
 - Islam promotes knowledge, education, and scientific progress.
- 9. **Muhammad was the founder of Islam and Muslims worship him.**
 - Muhammad is revered as a prophet but not worshiped; Islam predates him.
- 10. **Muslims don't believe in Jesus or any other prophets.**
 - Muslims respect Jesus as a great prophet; he is mentioned in the Quran and awaited for his Second Coming.

These misconceptions often stem from ignorance, misrepresentation, or cultural biases rather than an accurate understanding of Islam.

The misconception about Islam is multifaceted, but one prevalent misconception is that Islam promotes violence and extremism. This misconception is often perpetuated by various factors:

1. **Media Portrayal:** The media often sensationalizes and selectively reports on events involving Muslims, focusing on acts of terrorism or extremism while ignoring the peaceful aspects of the religion.
2. **Confirmation Bias:** People tend to interpret information in a way that confirms their existing beliefs or biases. Negative portrayals of Islam in the media can reinforce preconceived notions about the religion being inherently violent.
3. **Lack of Understanding:** Many people have limited knowledge or understanding of Islam and rely on stereotypes or misinformation to form their opinions. This lack of understanding can lead to misconceptions about the beliefs and practices of Muslims.
4. **Political Agenda:** Some political agendas may demonize Islam for strategic purposes, such as justifying military interventions or implementing discriminatory policies targeting Muslim communities.
5. **Extremist Actions:** Acts of terrorism or violence carried out by individuals or groups claiming to represent Islam can contribute to the misconception that Islam is a violent religion. These actions are often sensationalized by the media and overshadow the peaceful teachings of Islam.

Overall, the misconception about Islam is fueled by a combination of biased media portrayals, lack of understanding, political agendas, and the actions of a small minority of extremists who distort the teachings of Islam for their own purposes. It is essential to seek out accurate information and engage in dialogue to combat these misconceptions and promote a more nuanced understanding of Islam and its followers.

Removing misconceptions about Islam requires a multifaceted approach that involves education, dialogue, and positive representation. Here are several ways to address and counter misconceptions about Islam:

1. **Education:** Providing accurate and comprehensive education about Islam is essential in dispelling misconceptions. This includes teaching about the core beliefs, practices, and values of Islam in schools, universities, and community settings. Educating people about the diversity within Islam and its long history of contributions to civilization can help challenge stereotypes and promote understanding.
2. **Interfaith Dialogue:** Encouraging dialogue and collaboration between people of different faiths fosters mutual respect and understanding. Interfaith initiatives allow individuals to learn from one another, address misconceptions directly, and promote tolerance and coexistence.
3. **Media Literacy:** Promoting media literacy helps individuals critically analyze and challenge biased portrayals of Islam in the media. Encouraging people to seek out diverse sources of information and question stereotypes can empower them to form more informed opinions about Islam.
4. **Positive Representation:** Highlighting positive contributions and achievements of Muslims in various fields such as science, art, literature, and humanitarian work can counter negative stereotypes. Positive representation helps humanize Muslims and showcases the diversity and richness of Islamic culture and heritage.
5. **Community Engagement:** Engaging with local Muslim communities through cultural events, open houses at mosques, and community service projects can facilitate meaningful interactions and dispel misconceptions. Building personal connections and friendships with Muslims can challenge stereotypes and promote empathy and understanding.
6. **Counter-Narratives:** Developing and disseminating counter-narratives that challenge extremist ideologies and promote a peaceful understanding of Islam is crucial in combating misconceptions. Providing platforms for moderate voices within the Muslim community to speak out against extremism can help undermine the narrative of Islam as inherently violent.
7. **Leadership and Advocacy:** Political leaders, religious figures, and community leaders have a responsibility to promote tolerance and challenge misconceptions about Islam. Advocating for policies that protect religious freedom and combat discrimination can help create a more inclusive society.
8. **Online Engagement:** Utilizing social media and online platforms to share accurate information about Islam and engage in constructive dialogue with a wide audience can have a significant impact. Providing accessible resources, fact-checking misinformation, and addressing common misconceptions online can reach people who may not have access to traditional educational or community settings.
9. **Curriculum Reform:** Reviewing and updating educational curricula to include accurate and balanced information about Islam can help address misconceptions from an early age. Incorporating diverse perspectives and promoting critical thinking skills can empower students to challenge stereotypes and form their own opinions based on evidence.

10. **Empathy and Respect:** Encouraging empathy, respect, and open-mindedness towards people of different backgrounds and beliefs is fundamental in combating misconceptions about Islam. Encouraging individuals to approach discussions with humility, listen actively, and seek common ground can foster mutual understanding and bridge divides.

By implementing these strategies and fostering a culture of respect, dialogue, and education, it is possible to remove misconceptions about Islam and promote a more inclusive and tolerant society.

ইসলাম সম্পর্কে সেরা দশ মিথভূমিকার সংক্ষিপ্ত সারাংশ:

১. মুসলিমরা সংঘর্ষমুখী, জঙ্গিবাদী, এবং এক্সট্রিমিস্ট।
২. ইসলাম মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. মুসলিমরা আল্লাহকে পূজা করে।
৪. ইসলাম ছড়িয়েছিল ছড়িয়ে এবং অন্যান্য ধর্মগুলির প্রতি অসহিষ্ণু।
৫. সব মুসলিম আরব।
৬. ইসলামের জনগণ একটি মুসলিম গোষ্ঠী।
৭. সব মুসলিম পুরুষ চারটি স্ত্রী বিবাহ করে।
৮. মুসলিমরা প্রাচীন, পিছু প্রতিষ্ঠিত মানুষ।
৯. মুহাম্মদ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং মুসলিমরা তাকে পূজা করে।
১০. মুসলিমরা যীশু বা অন্য কোনও নবী তে বিশ্বাস করে না।

এই মিথভূমিকার সারাংশের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে একটি প্রধান মিথভূমিকা হল ইসলাম সংঘর্ষমুখী এবং এক্সট্রিমিজমকে সমর্থন করে। এই মিথভূমিকা সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে চলমান। এর মধ্যে একটি প্রধান মিথভূমিকা হলো ইসলাম সমর্থন এবং এক্সট্রিমিজমের প্রচার। এই মিথভূমিকা সাধারণত বিভিন্ন কারণে প্রচারিত হয়:

১. **মিডিয়ার প্রতিনিধিত্ব:** মিডিয়াটি সাধারণত মুসলিমদের সংশ্লিষ্ট ঘটনার ওপর কেন্দ্রিত হয়, ধর্মের শান্তিপূর্ণ দিকগুলি উল্লেখ না করে সন্ত্রাসবাদ বা এক্সট্রিমিজমের ঘটনাগুলি নিয়ে জোর দেয়।

২. **নিশ্চিততার বাইয়াস:** মানুষের সাধারণত তাদের বিদ্যমান বিশ্বাস বা বাইয়াসগুলির সাথে তথ্য ব্যাখ্যা করেন। মিডিয়ায় ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতাবাদ সম্পর্কে নেতিবাচক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে এই বিশ্বাসগুলি ধর্মটি স্বাভাবিকভাবে হিংসামুখী হয়।

৩. **অপরিচিততা:** অনেক মানুষের ইসলাম সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তা আছে এবং তারা স্টেরিওটাইপ বা গল্পের উপর ভিত্তি করে তাদের মতামত গড়ে। এই অপরিচিততা বিশ্বাসগুলির মধ্যে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিশ্বাস এবং অনুসরণ সম্পর্কে মিথভূমিকা তৈরি করতে পারে।

৪. **রাজনৈতিক প্রণালী:** কিছু রাজনৈতিক প্রণালী স্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্যে ইসলামকে ডিমোনাইজ করতে পারে, যেমন সামরিক অভিযান বা মুসলিম সম্প্রদায়গুলির প্রতি বিভেদমূলক নীতি প্রয়োগ করা।

৫. **এক্সট্রিমিস্টের ক্রিয়া:** ইসলাম সম্পর্কে অনেক ঋণাত্মক গ্রুপ বা ব্যক্তির অস্বস্তিত্বের কারণে এই ধরনের মিথভূমিকা চলমান। এই ক্রিয়াগুলি সাধারণত মিডিয়ায় উল্লেখযোগ্য হয় এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারাংশ: ইসলামের সম্পর্কের মিথভূমিকা বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ধরনের মিডিয়া প্রতিনিধিত্ব, অপরিচিততা, রাজনৈতিক প্রণালী, এবং অল্প সংখ্যক এক্সট্রিমিস্টদের ক্রিয়ার সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়। এই মিথভূমিকাগুলি নিষ্কাশন করতে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা এবং বার্তা বাড়ানোর মাধ্যমে ইসলাম এবং তার অনুযায়ীগণের একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আরও নানাভাবে বুঝতে হয়।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পরিহার করার জন্য একটি বহুমুখী পদক্ষেপের প্রয়োজন যা শিক্ষা, আলোচনা, এবং সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে পরিষ্কার করা যাবে। ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার আগে এই সমস্যার সমাধানে এই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি আনতে হবে:

- **শিক্ষা:** ইসলাম সম্পর্কে সঠিক এবং ব্যাখ্যামূলক শিক্ষা প্রদান করা মিথভুল ধারণা পরিহার করতে গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সম্প্রদায়ের স্থানীয়ভাবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, অভ্যন্তরীণ, এবং মান শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যেতে হবে। ইসলামের ভিন্নতা এবং এর সভ্যতার যে দীর্ঘ ইতিহাসে যোগাযোগ প্রশ্ন ও পরিচিতি দিতে মানদণ্ড হলে এটি স্টেরিওটাইপ সমাপ্ত করতে এবং বুঝতে সাহায্য করতে পারে।
- **ধর্মান্তর আলোচনা:** পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আলোচনা এবং সহযোগিতা উৎসাহিত করে একে অপরের সঙ্গে মেলানো মানবিক শ্রদ্ধা এবং বোধগম্যতা সৃষ্টি করে। অন্যদের থেকে শিখতে সম্ভব করে, ভুল ধারণা সরাসরি ঠিক করতে এবং সহনীয়তা এবং অস্তিত্ব উন্নত করতে অন্তরঙ্গভাবে সহায়ক।
- **মিডিয়া সাক্ষাত্কার:** মিডিয়া সাক্ষাত্কার বলে মানুষকে ইসলাম নিয়ে প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা করার ক্ষমতা বাড়ানো। মানুষকে বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান করতে এবং

স্টেরিওটাইপ প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা মানুষকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে এবং মানুষের মতামত তৈরি করতে সক্ষম করতে সাহায্য করতে পারে।

- সাক্ষাত্কার: বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের কৃতজ্ঞতা এবং অর্জনের সাথে সংগঠিত করার মাধ্যমে প্রশ্নবিশেষে গোপন স্টেরিওটাইপ পরিচালনা করা যায়। ধন্যবাদ মানুষকে মানুষকে মানুষের সংগঠিত করা যেতে পারে এবং ইসলামের বৈষম্য এবং ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক ইতিহাস দেখাতে সাহায্য করতে পারে।
- সম্প্রদায় আকর্ষণ: সংস্কৃতি ঘটনার মাধ্যমে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় যোগাযোগ সৃষ্টি করা, মসজিদে খোলা বাড়িতে খোলা গোলাপ আয়োজন করা, এবং সম্প্রদায় সেবা প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও অভিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিমদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলা বিভিন্ন ধারণা পরিহার করতে এবং সাহায্য করতে পারে।
- কাউন্টার-ন্যারেটিভ: একটি শান্তিপূর্ণ ইসলাম বুঝাতে এবং ধর্মান্তরকারী ধারণা সংঘর্ষ করতে সঠিক বিশ্বাসের বিকাশ একটি চূড়ান্ত। বিশ্বাসের বিপক্ষে মধ্যমার্জনের একটি মাধ্যমে এবং ইসলামের মধ্যে মাধ্যমিক ভলিউম বয়াজ প্রদানের জন্য ব্যক্তিগত মধ্যম সরবরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
- নেতৃত্ব ও প্রচার: রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় ব্যক্তি, এবং সম্প্রদায় নেতারা স্নাতকতা এবং ইসলামের সম্পর্কে ভুল ধারণা চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য হতে পারে। ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার পরিকল্পনার সাথে প্রতিকূল বিচারের প্রতিক্রিয়া প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং বিস্তারিত সমাজ তৈরি করতে পারে।
- অনলাইনে সংযোগ: সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য শেয়ার করা এবং একটি বড় পাবলিকে দ্বিমুখী আলোচনায় যোগ দিতে মানুষের ক্ষমতা আছে। একটি বিশাল পাবলিকে পৌঁছাতে সামান্য সমাজিক ব্যবহার, যাচাই করার মিথভুল তথ্য, এবং অনলাইনে সাধারণ ভুল ধারণা ঠিক করা যাতে পারে যা সাধারণত শিক্ষার বা সম্প্রদায় গোষ্ঠী সাথে পারবে না।

- **পাঠ্যক্রম সংশোধন:** ইসলামের সম্পর্কে সঠিক এবং বিনিয়োগমূলক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা এবং আপডেট করা দরকার হতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষাগত প্রচেষ্টা ও গুরুত্বপূর্ণ সহানুভূতি সাহায্য করে শিক্ষার্থীদের স্টেরিওটাইপ চ্যালেঞ্জ এবং তাদের নিজের মতামত প্রমাণ করতে শক্তি প্রদান করতে পারে।
- **অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধা:** পাশের মানুষদের সাথে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, এবং খোলামন্দের মধ্যে উৎসাহিত করা মূলত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পরিহার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা করার জন্য অনুপস্থিতি, সক্রিয় শ্রবণ এবং সাধারণ মৌখিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ব্যক্তিদের আলাপের মধ্যে সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং সাধারণ পাঠ অনুপ্রেরণা প্রদান করতে পারে।

signify the recreation and entertainment in the light of quran and sunnah<imp>

Ans:

Recreation and entertainment, when viewed in the light of the Quran and Sunnah (the teachings and practices of Prophet Muhammad), are understood to be permissible as long as they do not contradict Islamic principles and values. Here are some key points to consider:

1. **Moderation:** The Quran emphasizes moderation in all aspects of life, including recreation and entertainment. Muslims are encouraged to enjoy permissible activities in moderation, avoiding excessiveness or indulgence.
2. **Avoidance of Haram (forbidden) activities:** Islam prohibits engaging in activities that are explicitly forbidden by the Quran or Sunnah, such as consuming alcohol, gambling, listening to music with inappropriate lyrics, or participating in activities that promote immorality.
3. **Halal (permissible) forms of recreation:** Islam encourages engaging in activities that are permissible and wholesome. This includes spending time with family and friends, participating in sports and physical activities, pursuing hobbies and interests, and appreciating the beauty of nature.
4. **Maintaining Islamic ethics:** Even in recreational activities, Muslims are expected to uphold Islamic ethics and manners. This includes being truthful, respectful, and considerate towards others, whether in competition or casual interaction.
5. **Seeking beneficial knowledge:** Islam encourages the pursuit of knowledge that is beneficial for oneself and others. Engaging in recreational activities that enhance skills, knowledge, or personal development aligns with Islamic teachings.
6. **Balancing worldly pursuits with spiritual obligations:** While recreation and entertainment have their place, Muslims are reminded not to neglect their spiritual

obligations, such as performing daily prayers, reading the Quran, engaging in dhikr (remembrance of Allah), and fulfilling their responsibilities towards family and society.

7. **Avoiding extravagance and wastefulness:** Islam discourages extravagance and wastefulness in all aspects of life, including recreation and entertainment. Muslims are encouraged to be mindful of their expenditures and avoid indulging in activities that lead to unnecessary spending or environmental harm.

Overall, Islam promotes a balanced approach to recreation and entertainment, emphasizing the importance of enjoying permissible activities while adhering to Islamic principles and values. By following the teachings of the Quran and Sunnah, Muslims can engage in recreational activities that contribute positively to their physical, mental, and spiritual well-being.

কর্মক্লান্ত মানুষের আত্মিক ও মানসিক সজীবতার জন্য প্রয়োজন বিশ্রাম ও বিনোদন। আনন্দ ও চিত্তবিনোদন মানুষকে প্রশান্তি দেয় এবং মনকে সুস্থ ও সতেজ রাখে। ইসলাম চায় একজন মানুষ প্রফুল্ল চিত্তে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগি করবে। অন্যদিকে হীনমন্যতা, বিষণ্ণতা, আনন্দহীনতা ও দুর্বলতাকে অপছন্দ করা হয়েছে। মানুষের শারীরিক ও আত্মিক চাহিদার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মনে করে, একটি সফল জীবনের জন্য প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকা জরুরি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।’

(সূরা বাকারা : ১৮৫)

মানুষের শরীরের জন্য যেমন বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও ভিটামিন জরুরি তেমনি তার আত্মার জন্যও বিনোদন জরুরি। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলছেন, চিত্তবিনোদন, হাসি-খুশি ও প্রফুল্লতা বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে এবং শরীরে নানা ধরনের ক্যানসার দ্রুত ছড়িয়ে পড়াকেও ঠেকিয়ে রাখে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হাসি ও প্রফুল্লতা এমন এক অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া যার ফলে মুখের ১৫টি মাংসপেশী একই সময়ে সঙ্কুচিত হয় এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। তাই বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আনন্দ ও চিত্তবিনোদনকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেও শরীরচর্চার অংশ হিসেবে কুস্তি, ব্যায়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও উৎসাহ দিতেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদিনায় একবার কিছু কৃষ্ণাঙ্গ যুবক বর্শা নিয়ে খেলছিল। তা দেখে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের বললেন, ‘খেলতে থাকা।’ অন্য বর্ণনায় আছে, ‘বনু আরফিদার বাসিন্দারা! তোমরা খেলাধুলা গ্রহণ কর। যেন ইহুদি-খ্রিস্টানরা জানতে পারে যে, আমাদের ধর্মেও বিনোদন আছে।’ (বুখারি : ৯৫০)

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে চিত্তবিনোদন ও বিনোদনের সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করার জন্য কিছু মূল বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে:

1. **হালাল ও হারাম:** কুরআন ও সুন্নাহে প্রতিবেদন হালাল ও হারাম বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে, অসম্প্রদায় বা অপ্রীতিকর বিনোদনের মাধ্যমে আত্মীয় ইসলামিক মূল্যের প্রতি আলোচনামূলক হতে হবে।

2. **মধুর অবস্থান:** কুরআনে ও সুন্নাহে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষের জীবনে মনোরম এবং সুখদ অবস্থানের প্রয়োজন। তারাতে, চিত্তবিনোদন এবং বিনোদনকে সম্প্রদায়ের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না সেটা হারাম বা অপ্রীতিকর।
3. **মানুষের উন্নতি এবং স্বার্থের মধ্যে সন্ধান:** ইসলামে জীবনের সমস্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ও অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। বিনোদন এবং চিত্তবিনোদন প্রথমত এই দায়িত্ব ও সন্ধানের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে।
4. **আলোচনামূলক বিনোদন:** কুরআন ও সুন্নাহে বিবরণ প্রদান করে যে, বিনোদনের মাধ্যমে আলোচনামূলক বা ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা বা শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে না হোক।
5. **ইসলামিক আদর্শ ও মূল্য:** বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের সাথে আলাদা করে ইসলামিক আদর্শ এবং মূল্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনোদনের মাধ্যমে সম্প্রদায় ও ইসলামিক মূল্যের প্রতি আলোচনামূলক হতে হবে।
6. **মধুর এবং সুন্দর বিনোদনের অনুমোদন:** কুরআন ও সুন্নাহে বিনোদনের মধ্যে মানুষের মধুর এবং সুন্দর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে প্রস্তুতি করা হয়েছে আলোচনামূলক বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের কোরান ও সুন্নাহের আলোকে প্রতিষ্ঠানের মতামতের উল্লেখ করে। এটি একটি সম্পর্কমূলক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

Describe the concept of halal entrepreneurship with reference of islamic shariah.

Ans

Definition of Entrepreneurship:

Entrepreneurship in Islam involves the pursuit of lawful economic activities with the intention of earning a livelihood while adhering to the principles of Sharia. It encompasses various business endeavors that align with Islamic ethics and values, promoting fairness, justice, and social responsibility.

Halal entrepreneurship refers to the practice of conducting business activities in accordance with Islamic principles and values, particularly those outlined in Islamic Shariah law. The concept of halal entrepreneurship is deeply rooted in Islamic teachings, which emphasize ethical conduct, fairness, and adherence to religious guidelines in all aspects of life, including business.

Here are some key principles of halal entrepreneurship in reference to Islamic Shariah:

1. **Halal and Haram:** In Islamic finance and business, the terms "halal" and "haram" are crucial. "Halal" refers to actions, products, or services that are permissible according to Islamic law, while "haram" refers to those that are prohibited. Halal entrepreneurship

requires entrepreneurs to ensure that their business activities, products, and services comply with halal principles and do not involve any haram elements.

2. **Ethical Conduct:** Halal entrepreneurship emphasizes ethical conduct in business dealings. Entrepreneurs are encouraged to uphold honesty, integrity, and transparency in all their transactions. Deceptive practices, fraud, exploitation, and unfair dealings are strictly prohibited in Islamic entrepreneurship.
3. **Social Responsibility:** Islamic entrepreneurship emphasizes the concept of social responsibility. Entrepreneurs are encouraged to consider the well-being of society and contribute positively to the community. This includes providing fair employment opportunities, offering products and services that benefit society, and giving back through charitable initiatives.
4. **Interest-Free Financing:** Islamic finance prohibits the payment or receipt of interest (riba). Therefore, halal entrepreneurship involves seeking alternative financing methods that are compliant with Islamic principles, such as profit-sharing arrangements (Mudarabah), joint ventures (Musharakah), or leasing (Ijarah), rather than conventional interest-based loans.
5. **Avoidance of Prohibited Activities:** Halal entrepreneurship requires entrepreneurs to avoid engaging in business activities that are considered haram according to Islamic Shariah. This includes industries such as gambling, alcohol, tobacco, pornography, and any other activities that involve unethical or immoral practices.
6. **Product and Service Integrity:** Halal entrepreneurship requires entrepreneurs to ensure the integrity and halal status of their products and services throughout the production, supply chain, and distribution process. This may involve obtaining halal certification from recognized Islamic authorities to assure consumers of the product's compliance with halal standards.
7. **Fair Trade and Justice:** Islamic entrepreneurship promotes fair trade practices and emphasizes the importance of justice in business dealings. Entrepreneurs are encouraged to establish fair contracts, resolve disputes fairly, and treat all stakeholders with equity and respect.

In essence, halal entrepreneurship is guided by the principles of Islamic Shariah, which promote ethical conduct, social responsibility, fairness, and adherence to halal practices in all business activities. By adhering to these principles, entrepreneurs can create businesses that are not only financially successful but also morally and spiritually rewarding

ইসলাম একটি শাস্ত্র, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সৃষ্টি জগতে এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যেখানে ইসলাম নিখুঁত ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেনি। মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي شَيْءٍ الْكِتَابِ مِنْ (আমরা এ কিতাবে কোন কিছুই অবর্ণিত রাখিনি) (মায়দাহ ৫/৩৮)।

মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অন্ধকারাচ্ছন্ন, পাপ-পঙ্কিলতাময় এ বসুন্ধরায় জাহেলিয়াতের সকল অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার-অশান্তি, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে মানব নিষ্পেষণ ও সমাজ বিধ্বংসী অন্যতম মাইন সুদ, ঘুষ, লটারী ও মজুতদারী প্রভৃতি তিরোহিত করেন।

সুদ সমাজ শোষণের অন্যতম হাতিয়ার এবং মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সুদী কারবারের ফলে সমাজের বিত্তশালীরা সমাজের অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্র বনু আদমের সম্পদ জোঁকের মত চুষে চুষে খেয়ে পাহাড় গড়ে তুলে। পক্ষান্তরে সমাজের হতভাগ্য হতদরিদ্র মানুষগুলো দিন দিন অর্থশূন্য হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। কিন্তু ইসলাম সাম্যের ধর্ম। তাই সুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সর্বনাশা রাক্ষুস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে ইসলাম সকল প্রকার সুদকে চিরতরে হারাম করে ইনছাফপূর্ণ সুমম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়ম করেছে। সাথে ব্যবসা ভিত্তিক অর্থনৈতিক লেনদেনের নির্দেশ দিয়েছে।

হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। [1] আর হালাল উপার্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা। হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম মাধ্যম হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা সহ অধিকাংশ ছাহাবী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পক্ষান্তরে কারুণ, হামান, আবু জাহল, উতবা-শায়বা, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ কাফের মুশরিকরা ধোঁকা, প্রতারণামূলক সুদভিত্তিক হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বস্তুতঃ হালাল-হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত যরুরী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। -

হালাল ব্যবসার বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা :

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمَ الرَّبُّ أَحْلَ اللَّهُ النَّيْعَ, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, أَمْوَالُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا لَا تَكُلُوا, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ’ (নিসা ৪/২৯)।

উল্লিখিত আয়াতে أَمْوَالُكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَكُلُوا (তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না) ‘অন্যায়ভাবে’ বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক ও শরী‘আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। লেনদেন অর্থ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসা, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্য জনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। তাছাড়া

আয়াতে *أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য) বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।[2]

মানুষের জীবন ধারণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। তবে জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করা মুমিনদের কর্তব্য। এজন্য জুম'আর ছালাতের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *يَبْعُ مَبْرُورٌ أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ* 'নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম'।[3]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে ছওয়াবের আশায় মুসলিম জনপদে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহর নিকট তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[4]

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিজারাহ (تِجَارَةٌ), বায়উন (بَيْع), শিরা (شراء) এ তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল-কুরআনে ৮টি স্থানে তিজারাহ (تِجَارَةٌ) [5] ৭টি স্থানে বায়' (بَيْع) [6] এবং ১৪টি স্থানে শিরা (شراء) [7] শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য : নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে ব্যবসা করলে তা হালাল হিসাবে ইসলামী শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১) **বায়'উ মুবাবাহ :** লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের একক ব্যবসা।

(২) **বায়'উ মুযাজ্জাল :** ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে এক সাথে অথবা কিস্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়।

(৩) **বায়'উস সালাম :** ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরী'আত অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায়ে আসলেন তখন লোকেরা (ফল-ফসলের জন্য) অগ্রিমমূল্য প্রদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অগ্রিম মূল্য প্রদান করবে সে যেন তা সুনির্দিষ্ট মাপের পাত্রের দ্বারা ও সুনির্দিষ্ট ওয়েনে প্রদান করে'।[8]

(৪) **বায়'উ মুযারাবা :** এক পক্ষের মূলধন এবং অপরপক্ষের দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবসা।[9] এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে।[10] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

খাদীজা (রাঃ)-এর মূলধন দ্বারা এরূপ যৌথ ব্যবসা করেছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম অনেকেই এ পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।[11]

মুযারাবায় যে ব্যক্তি পুঁজির যোগান দেয় তাকে ছাহিবুল মাল (صاحب المال) বা রাববুল মাল (رب المال) এবং শ্রমদানকারী তথা ব্যবসা পরিচালককে মুযারিব (مضارب) বা উদ্যোক্তা বলা হয়। এখানে ছাহিবুল মাল-এর পুঁজি হচ্ছে ব্যবসায় প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আর মুযারিবের পুঁজি হচ্ছে দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম।

(৫) বায়'উ মুশারাকা : মূলধন ও লভ্যাংশের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক অংশীদারের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে ব্যবসা।[13]

মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় লাভ হ'লে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হ'লে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে।[14]

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বরূপ :

ব্যবসা হালাল হওয়ার জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। অন্যথা ব্যবসা বৈধ হবে না। এখানে সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করা হ'ল।

সততা : সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা ব্যবসা হালাল হওয়ার পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহা অপরাধী হিসাবে উথিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সততা ও ন্যায় নির্ণায়ক সাথে ব্যবসা করবে তারা ব্যতীত'।[15]

মূল্য নির্ধারণ : মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বুঝায়, যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের ভোক্তাদের জন্যও কষ্টসাধ্য না হয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, اللَّهُ سَعَرَ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে (একবার পণ্যের) মূল্য বেড়ে গেল। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহই হচ্ছেন মূল্য নির্ধারণকারী; তিনি সন্ধানকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিয়িকদাতা। আর আমি অবশ্যই এমন এক অবস্থায় আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যাতে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার বিরুদ্ধে রক্ত (প্রাণ) ও সম্পদ সম্পর্কে যুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে'।[16]

